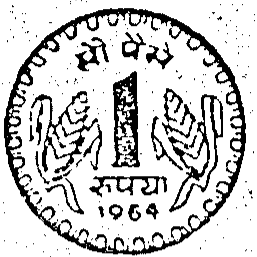


# টাকার অষ্টোত্তর

# শত-নাম

( শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামাবলম্বনে )

পণ্ডিতোপাধিক

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৩৪৭ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
২২/৫/৭৪

# টাকার অষ্টোত্তর

# শত-নাম

জয় ধন জয় অর্থ রাজমূর্ত্তিধর।
রৌপ্যখণ্ড কর কৃপা সুখের সাগর॥
জয় মুদ্রা জয় টাকা জয় জয় আধুলি।
কৃপণের প্রাণধন দাতার কাছে ধূলি॥
টাকাকড়ি বিনেরে প্রচুর অর্থ বিনে।
দুঃখে দরিদ্রের জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল খেটে খেটে রাত্রি গেল শু'তে।
না পাইনু দুই বেলা পেট ভ'রে খেতে॥

টাকা উপায়ের তরে সংসারে আইনু।
অভাবে পড়িয়া শেষে ভ্যাবাচ্যাকা হৈনু॥
বন্যার মতন পুত্র কন্যা এলো ঘরে।
কালরূপে কন্যাদায় চেপে বসে ঘাড়ে॥
যখন টাকা জন্ম নিল টাকশাল ভিতরে।
মর্ত্ত্যলোকে নরগণ লোভ বৃষ্টি করে॥
মহাজন রেখে এলো খাতকের ঘরে।
সুদরূপে তথা প্রভু দিনে দিনে বাড়ে॥
দেনদার রাখিল নাম কর্জ্জ আর দেনা।
মহাজন নাম রাখে দাদন লহনা॥
ডিক্রীদার নাম রাখে মায় খরচা দাবি।
দেনমোহর নাম রাখে মুসলমানের বিবি॥

পশ্চিম বঙ্গের লোক টাকা নাম রাখে।
পূর্ব্ববঙ্গবাসী সব টাহা বলে ডাকে॥
সাহেব রাখিল নাম 'রুপি' আর 'মনি'।
বিলাতে হইল নাম পাউণ্ড শিলিং গিনি॥
'ডলার' রাখিল নাম আমেরিকাবাসী।
'ফ্র্যাঙ্ক' নাম ফ্রান্স দেশে রাখিল ফরাসী॥
'মার্ক' নাম রাখিল জার্ম্মান এম্পায়ার।
রুসিয়ায় 'রাবল্' আর সুইডেনে 'ক্রোনার'॥
রূপেয়া রাখিল নাম দেশোয়ালী ভাই।
টঙ্কা নাম রাখিলেন উড়িয়া গোঁসাই॥
তহবিল নাম রাখে সওদাগর ধনী।
'ফেয়ার' রাখিল নাম রেলওয়ে কোম্পানি॥

'ভিজিট' রাখিল নাম ডাক্তারের দলে।
'ফি' নাম দিল যত মোক্তার উকীলে॥
মুহুরী মশায় নাম রাখিল তহুরী।
পাটনী রাখিল নাম পারানীর কড়ি॥
খাজানা ও সেস নাম রাখিল ভূস্বামী।
গুরুদেব নাম রাখে বার্ষিকী প্রণামী॥
দক্ষিণা রাখিল নাম পুরুত ঠাকুরে।
বেতন মাহিনা নাম রাখিল চাকুরে॥
বৈতরণী ধেনুমূল্য রাখে অগ্রদানী।
সকালে বউনী নাম্ রাখিল দোকানী॥
ভিক্ষুক রাখিল নাম ভিক্ষা যৎকিঞ্চিৎ।
বিদায় রাখিল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত॥

বায়না রাখিল নাম যাত্রা খেমটা দল।
লৌকিকতা নাম রাখে কুটুম্ব সকল॥
লাভ নাম রাখিলেন যিনি ভাগ্যবান।
দেওলিয়া দুঃখে নাম রাখিল লোকসান॥
উপরিপাওনা নাম রাখে ঘুষখোর।
বামাল রাখিল নাম ডাকাইত চোর॥
বাণি নাম রাখিলেন শিল্পকরগণ।
খোরাকী রাখিল নাম পেয়াদা পিয়ন॥
ডালি নাম রাখিলেন উপরওয়ালা।
পন নাম দিল যত বেটা বেচা —॥
'টি-এ'নাম রাখিলেন 'টুরিং অফিসার'।
'হল্‌টিং' ও 'মাইলেজ' নামান্তর যার॥

সরকার রাখিল নাম টেক্স ক' রকম।
'পার্শনাল' 'লেটারিন' আর 'ইন্‌কম' ॥
'পেন্‌সন্' রাখিল বুড়ো শেষ ক'র গোলামী।
বেকুব রাখিল নাম আক্কেল সেলামী ॥
নজর সেলামী রাখে জমিদার ধনী।
গোমস্তা রাখিল নাম নিকাসী পার্ব্বণী ॥
ভৃত্যগণ নাম রাখে ইলাম বখসিস্।
নোট নামে প্রকাশিল 'করেন্সি আপিস' ॥
ফৌজদারী আসামী রাখে নাম জরিমানা।
আদালতে নাম হ'ল কোর্টফি তলবানা ॥
ভোগ ও মানসা নাম দেবতা মন্দিরে।
সিন্নী নাম রাখিলেন মুসলমানী পীরে ॥

দালাল সকলে নাম রাখিল দালালী।
বলি নামে অভিহিত করিল মা কালী॥
তীর্থের স্থানেও তব বাঁধা আছে রেট।
জগন্নাথে আট্‌কা আর বৃন্দাবনে ভেট॥
দুঃখারি দৈন্যনিপাত দারিদ্রভঞ্জন।
রৌপ্যাদি রূপেতে কর লজ্জা নিবারণ॥
নানারূপে হয় তব ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে স্থিতি।
আয়রণচেষ্টশায়ী অগতির গতি॥
রসময় তব রসে ডাগর মানুষ।
কৃশজনে কর তুমি নাদুস্ নুদুস্॥
শালগায়ে স্ফীতোদর শ্রীমান্ সেজন।
যার ঘরে দয়া করে দাও দরশন॥

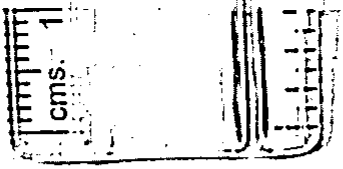



ফ্রেঞ্চকাট শ্মশ্রু আর টেরীযুক্ত কেশ।
পতিত হ'লেও হয় উন্নত বিশেষ॥
চিন্তানাশ কর তুমি দেব চক্রাকার।
দিনান্তে জুটাও তুমি দীনের আহার॥
অনন্ত টাকার নাম অপার মহিমা।
কুবেরাদি দেবগণ দিতে নারে সীমা॥
বি-এ, এম-এ, পাশ কিম্বা সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান।
তথাপি না হয় লোকে টাকার সমান॥
যেই টাকা সেই নোট ভজ নিষ্ঠা করি।
টাকার সহিত ফিরে আপনি ট্রেজারী॥
শুন শুন ওরে ভাই টাকা সংকীর্ত্তন।
যে টাকা হইলে হয় দারিদ্র্য মোচন॥

টাকা টাকা ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই তাগাদা আছে পিছে॥
টাকা নাম পয়সা নাম বড়ই মধুর।
যেজন না ভজে টাকা সে হয় ফতুর॥
রথচাইল্ড আদি যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সে টাকা সঞ্চিত নৈলে কি হবে উপায়॥
কন্যাদায়গ্রস্তের উদর বিদারণ।
বেটার বাপের কর তবিল পূরণ॥
কাইজারে ছলিবারে দিলা প্রলোভন।
এলাইজদের লজ্জা কৈলে নিবারণ॥
দীনবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে চক্রাকার।
কাবুলে আমীর বধ রুসিয়ায় জার॥

তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি সারাৎসার।
তোমা ভিন্ন দেখি প্রভু সব অন্ধকার॥
তব পদে কোটী কোটী নমস্কার করি।
অষ্টোত্তর শতনাম রচিল ফেরারী॥
ভোরে উঠে এই নাম যে করে বর্ণন।
হ'লেও হইতে পারে দারিদ্র্য মোচন॥

# বিজ্ঞাপন

—*—

সন ১৩২৪ সালের ৩রা মাঘ 'জঙ্গিপুর সংবাদ' নামক মৎপরিচালিত ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে 'টাকার ঊনপঞ্চাশৎ নাম' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। গত ১৩২৭ সালের ৬ই ফাল্গুন কলিকাতার 'বিজলী' পত্রিকায় ঊনপঞ্চাশী স্তম্ভে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত-নামের অনুকরণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তিকাকারে 'টাকার অষ্টোত্তর শত-নাম' আখ্যা দিয়া প্রকাশ করিলাম। সাধারণের একটু প্রীতিপ্রদ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পুস্তিকাখানি /০ নগদ এক আনা মূল্যে সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

---

সন ১৩৪৭ সাল

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

শ্রীতনয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
৩৬/১, বৈদ্যনাথ ঘোষাল রোড
বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৫৬
মুদ্রণে : প্রিন্ট-ও-সাপ্লাই
৭৯, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৭০০০৩৭
ফোন নং—৫৫-৪১৪১।